কলকাতার উচ্চ আদালতে

দেওয়ানি পুনর্বিবেচনামূলক এক্তিয়ার

<u>আপিল বিভাগ</u>

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়

২০০৪ সালের এস এ টি ৪৩৩

অনিমা সিংহ @সতী সিংহ

বনাম

অর্চনা সুর (সিংহ) এবং অন্যান্য

আপিলকারীর জন্য ; শ্রী অনির্বাণ বোস

শ্রী সত্যজিৎ সেনাপতি

শ্রী রাহুল নাগ

উত্তরদাতার জন্য শ্রী সমীরন গিরি

শুনেছেন ৩১.০৮.২০২৩

রায় **২২.০৯.২০২৩**

<u>বিচারপতি অজয় কুমার মুখার্জি, - .</u>

১। অতিরিক্ত জেলা বিচারপতি মেদিনীপুরের ৩৪ নং আদালত ২০০২ সালের ১০০ নং আপিলের রায় ও ফরমান -র বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক দ্বিতীয় আপিলটি দায়ের করেছে, যা দেওয়ানি বিচারপতি (জুনিয়র ডিভিশন) ২ নং আদালত মেদিনীপুর দ্বারা ২০০২ সালের ৬ নং মামলার রায় ও ফরমান -র বিরুদ্ধে পেশ করা হয়েছিল।

২। এখানে বাদী হিসাবে আপিলকারী ঘোষণা এবং নিষেধাজ্ঞার জন্য উপরোক্ত মামলা দায়ের করেছেন। উক্ত মামলায় বাদী/আপিলকারী যুক্তি দিয়েছিলেন যে হিন্দু রীতিনীতি এবং রীতিনীতি অনুসারে বাদী ২২২৪ মাঘ ১৩৮৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে হরেকৃষ্ণ সিং নামে একজনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তারপরে বাদী একটি মৃত সন্তানের জন্ম দেন। পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তার স্বামী

হরেকৃষ্ণ (এখন মৃত) তাকে তার বাবার বাড়িতে নিয়ে যান এবং তারপরে তাকে তার বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন না, বরং তিনি আসামীর সাথে একসাথে বসবাস করে সময় কাটাচ্ছিলেন। বলেন হরেকৃষ্ণ সিং পরবর্তীকালে মেদিনীপুর জেলা বিচারকের আদালতে বর্তমান বাদী বিরুদ্ধে ১৯৮১ সালের ম্যাট মামলা নং ৮৫ নামে একটি বৈবাহিক মামলা দায়ের করেন। বাদী হরেকৃষ্ণের স্ত্রী হওয়ায় তিনি উক্ত বৈবাহিক মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে মামলাটি ১৯৮১ সালের ম্যাট মামলা নং ৮৫ হওয়ার কারণে পরবর্তীকালে প্রতিযোগিতায় খারিজ হয়ে যায়। বাদী/স্ত্রী/আপিলকারীও হরেকৃষ্ণের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ ধারার অধীনে রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক শুনানির পরে, এম. আর. মামলাটিও নিষ্পত্তি করা হয়েছিল, তার স্বামী হরেকৃষ্ণকে টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ১২৫/- টাকা প্রতি মাসে এবং তারপর দীর্ঘ সময়ের জন্য তিনি বাদীকে মাসিক ভরণপোষণ প্রদান করেন।

৩. হরেকৃষ্ণ পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কর্মচারী ছিলেন, যিনি বিবাদী নং ৩। উক্ত হরেকৃষ্ণের মৃত্যুর পর, আবেদনকারী পেনশনারি এবং অন্যান্য সুবিধার দাবি করেন, নিজেকে মৃত হরেকৃষ্ণের একমাত্র আইনি উত্তরাধিকারী বলে দাবি করেন। কিন্তু বিবাদী নং ৩-এর কার্যালয় উত্তর দেয় যে, বিবাদী নং ১ ইতিমধ্যে নিজেকে হরেকৃষ্ণের স্ত্রী বলে দাবি করে এই ধরনের সমস্ত সুবিধার দাবি করেছেন এবং বাদী ওএস হিসাবে উপরোক্ত মামলা দায়ের করেছেন। ২০০০ সালের নং ৬১-এ এই ঘোষণার জন্য যে বাদী হরেকৃষ্ণের একমাত্র আইনত বিবাহিত স্ত্রী এবং পেনশনারি সুবিধা সহ সমস্ত সুবিধা পাওয়ার অধিকারী এবং বিবাদী নং ১-কে বাধা দেওয়ার আদেশের জন্য নিজেকে হরেকৃষ্ণের স্ত্রী হিসাবে দাবি করার জন্য এবং মৃত ব্যক্তির পেনশন এবং অন্যান্য সুবিধা দাবি করার জন্য। উক্ত মামলায় বিবাদী নং ১ লিখিত বিবৃতি দাখিল করে দাবি করে যে, হরেকৃষ্ণ ১৯৮৫ সালের এম এ টি মামলা নং ১৩-তে বাদী/আপিলকারীর বিরুদ্ধে ২৮.০৪.১৯৮৫ তারিখে বিবাহবিচ্ছেদের ডিক্রি পান এবং বিবাহবিচ্ছেদের ডিক্রি পাওয়ার পর, হরেকৃষ্ণ বিবাদী নং ১/উত্তরদাতা নং ১-কে বিবাহ করেন, যিনি হরেকৃষ্ণের আইনত বিবাহিত স্ত্রী এবং মৃত ব্যক্তির আইনি উত্তরাধিকারী হিসেবে সকল প্রকার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী।

৪। উত্তরদাতা নং ১-এর লিখিত জবানবন্দি থেকে এমন সত্যতা জানার পর , বাদী সি পি সি এর আদেশ XI বিধি ১৪ এর অধীনে একটি আবেদন করেছিলেন ০২.০৩.২০০০ তারিখে উক্ত রায় প্রদানের জন্য এবং০৮ .03.2000 তারিখে বাদীর আইনজীবীর দ্বারা অনুসন্ধান চালানো হয় এবং তিনি বিবাদী নং ১ এর দ্বারা প্রাপ্ত একতরফা ডিক্রি সম্পরকে সচেতন হন । পরবর্তীকালে বাদীর প্রার্থনার ভিত্তিতে বাদী সংশোধন করা হয়, যেখানে বাদী ১৯৮৫ সালের ম্যাট মামলা নং ১৩-এ গৃহীত বহিষ্কৃত রায় এবং ডিক্রি বাতিল এবং অকার্যকর বলে ঘোষণা করার জন্য একটি প্রার্থনা সংশোধনের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, বাদীর উপর প্রতারণা অনুশীলন করে একই প্রাপ্ত হয়েছিল।

৫। যাইহোক, বিজ্ঞ বিচারিক আদালত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ শুনানির পর ২০০২ সালের উল্লিখিত ও এস ০৬ নিষ্পত্তি করে এবং নির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ধারা ৪১ জ) এর অধীনে বাদী পাওয়ার অধিকারী নয় বলে উক্ত মামলাটি খারিজ করে দিতে পেরে খুশি হয়েছিল তিনি অন্যত্র সমান কার্যকরী প্রতিকার আছে। তদুপরি বাদীতে কর্মের কারণের কোন নিখুঁত প্রকাশ নেই এবং বিচারিক আদালত এর বাদীতে করা প্রার্থনাটি উপভোগ করার কোন এক্তিয়ার নেই এবং যেহেতু বিভিন্ন ফোরামের সামনে বাদী/আপীলকারীর সমান কার্যকরী ত্রাণ রয়েছে, বিচারিক আদালত ও কোনো নিষেধাজ্ঞা দিতে অস্বীকার করেছে।

৬। ২০০২ সালের উপরোক্ত ওএস নং ৬-এ প্রদত্ত রায় এবং ডিক্রি দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়ে, বাদী/আপীলকারী মেদিনীপুরের জেলা জজের কাছে প্রথম আপিল করেন যা পরবর্তীতে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ, মেদিনীপুরের তৃতীয় আদালতে স্থানান্তরিত হয়। প্রথম আপিল আদালত অর্থাৎ নিম্ন আদালত বিতর্কিত শুনানির পর ২০০২ সালের উপরোক্ত ওএস নং ১০০-এর বিরোধিতার উপর আপিল খারিজ করে দেন এবং ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং ডিক্রি বহাল রাখেন।

৭. এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ আপিলটি গ্রহণ করার সময় ছিল আইনের নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি তৈরি করতে পেরে খুশিঃ-

> *"প্রথম আপিল আদালতের বিদ্বান বিচারক কি এই রায় দিয়ে আইনে ভুল করেছেন যে মামলায় উত্থাপিত বিরোধের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রশাসনিক ট্রাইবুনেলে যোগাযোগ করা উচিত, যখন স্বীকারযোগ্যভাবে বিষয়টির বিষয় ছিল পক্ষগুলির বৈবাহিক অবস্থা যার কর্মচারী এবং সরকারের মধ্যে পরিষেবার শর্তের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই?"*

১৭.১২.২০০৪ তারিখের উক্ত আদেশে, ডিভিশন বেঞ্চ আবেদনকারীকে আবেদনের শুনানির সময় যদি প্রয়োজন হয় এবং যদি পরামর্শ দেওয়া হয় তবে অন্যান্য ভিত্তি অনুরোধ করার স্বাধীনতাও দিয়েছিল।

৮। ২০০০ সালের ও এস ৬-এর অভিযোগের কারণ শিরোনাম পর্যালোচনার পর এটা স্পষ্ট যে বিবাদটি ১ নং বিবাদীর বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কিত, যে নিজেকে মৃত হরেকৃষ্ণের স্ত্রী বলে দাবি করে এবং বাকি বিবাদীরা অর্থাৎ ২ থেকে ৪ নং আসামী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং এর সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, যারা পক্ষগুলির বৈবাহিক অবস্থা চূড়ান্ত নির্ধারণের ভিত্তিতে কাজ করবেন। বাদী এবং বিবাদী নং ১-এর মধ্যে পূর্বোক্ত বিরোধের বিচারের জন্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের কাছে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ পক্ষগুলির মধ্যে আসল বিতর্কটি পক্ষগুলির বৈবাহিক অবস্থা নির্ধারণ নিয়ে, যার সাথে মৃত হরেকৃষ্ণের চাকরির শর্তের কোনও সম্পর্ক নেই।

৯. এখন বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে এসে মনে হচ্ছে যে, হরেকৃষ্ণ এর আগে ১৯৮১ সালের ৮৫ নং ম্যাট স্যুট দায়ের করেছিলেন বর্তমান আপিলকারী/বাদীর বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের দাবি, যেখানে

বর্তমান আপিলকারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে মামলাটি শেষ পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খারিজ হয়ে গেছে। বাদী আপিলকারীর নির্দিষ্ট মামলাটি হ 'ল যদিও বলা হয়েছে যে বৈবাহিক মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খারিজ করা হয়েছিল তবে রক্ষণাবেক্ষণের দাবি করে ফৌজদারি কার্যবিধির ১২৫ ধারার অধীনে আপিলকারীর দ্বারা শুরু করা কার্যধারাটি অনুমোদিত হয়েছিল এবং মৃত হরকৃষ্ণকে আদালত দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আমাকে ট্রায়াল কোর্টের রেকর্ডের পাশাপাশি সার্চ স্লিপ দেখিয়ে আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে রক্ষণাবেক্ষণের পরিমাণ প্রদান না করার জন্য, বলেছেন হরেকৃষ্ণকে ২১.০২.১৯৮৬ তারিখে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং বকেয়া রক্ষণাবেক্ষণের পরিমাণ টাকা জমা দেওয়ার জন্য ১৫০০/- টাকা তিনি আদালত দ্বারা মুক্তি পান। তিনি আরও একটি চিঠি দেখিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ০৬. ১০. ১৯৮৯ তারিখে যেখানে আপীলকারীর আইনজীবী এখানে বর্তমান আপীলকারীকে হরেকৃষ্ণের স্ত্রী হিসাবে বর্ণনা করে হরেকৃষ্ণকে আট মাসের বকেয়া ভরণপোষণের পরিমাণ দাবি করে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। হরেকৃষ্ণ তারপরে তার উকিলের মাধ্যমে ০৯.১১.১৯৮৯ তারিখে রক্ষণাবেক্ষণের অর্থ পরিশোধে ব্যর্থতার অভিযোগ অস্বীকার করে সেই চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন। আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে ১৯৮৯ সালে লেখা ওই চিঠিতে কোথাও নেই, হরেকৃষ্ণ দাবি করেছেন যে আপীলকারী তার স্ত্রী নন, যদিও বিবাহবিচ্ছেদের ফরমানটি ২৫.০৪.১৯৮৫ তারিখে পাস করা হয়েছিল। তদনুসারে বাদী/আপীলকারী দাবি করেন যে আপীলকারীর স্বামী হরেকৃষ্ণ আপীলকারীর দৃষ্টিসীমার বাইরে রেখেছিলেন এক্সপার্ট ফরমান পাস করার এবং অর্থ প্রদানের বিষয়টি আপীলকারীকে তার লেনদেন পর্যন্ত নিয়মিত বিরতিতে ভরণপোষণ দেওয়া এবং আপীলকারী তার আইনত বিবাহিত স্ত্রী নন এবং তিনি কখনই আপীলকারীর কাছে উল্লিখিত বহিষ্কৃতফরমান সম্পর্কে কিছু প্রকাশ করেননি তা অস্বীকার করেননি।

১০. সংশোধনের মাধ্যমে বাদী আপিলকারী/বাদীর মামলার ৫(ক) অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যে, হরেকৃষ্ণের গ্রেপ্তারের উপরোক্ত তথ্য ১৯৮৫ সালের ১৩ নং বিবাহ মামলার তথ্য প্রকাশ করেনি, এই আশঙ্কায় যে, বাদী যদি তথ্য জানতে পারেন, তাহলে তিনি একতরফা ডিক্রি বাতিলের জন্য আবেদন করতে পারেন এবং মামলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রার্থনা করতে পারেন। সংশোধিত আবেদনের উক্ত অনুচ্ছেদে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, হরেকৃষ্ণ, যেহেতু প্রসিকিউটর এবং পোস্টাল পিয়নের সাথে যোগসাজশে মারা গেছেন, তাই তিনি একতরফা ডিক্রি পেয়েছিলেন, যা প্রমাণ করে যে প্রসিকিউটর দুই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন যাদের উপস্থিতিতে তিনি বাদীর বাসভবনে পৌঁছেছিলেন কিন্তু সমনে সেই দুই ব্যক্তির স্বাক্ষর নেই।

১১। সংশোধিত আরজির প্রার্থনা অংশে অনুচ্ছেদ 9(a) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:-

> *"১৯৮৫ সালের ১৩ নং ম্যাট স্যুট, মেদিনীপুরের জেলা বিচারকের আদালতে নীচের দ্বিতীয় তফসিলে প্রদত্ত ২৫.০৪.১৯৮৫ তারিখের একতরফা রায় এবং ডিক্রি বাতিল ঘোষণা করা হবে কারণ এটি বাদীর উপর জালিয়াতি অনুশীলন করে প্রাপ্ত হয়েছিল।"*

১২। এটি যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক, যখন বাদী সংশোধনীর মাধ্যমে বিশেষভাবে আবেদন করেছিলেন যে তিনি ১৯৮৫ সালের ১৩ নং বৈবাহিক মামলায় বিবাদী নং ১ এর দ্বারা দায়ের করা লিখিত বিবৃতি থেকে গৃহীত এক্সপার্ট ফরমান সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন এবং যখন এটি তার (বাদী) নির্দিষ্ট মামলা যে বাদী এবং প্রক্রিয়া সার্ভার বা পোস্টাল পিওনের উপর ১৯৮৫ সালের ১৩ নং ম্যাট স্যুটের কোনও সমন কখনও জারি করা হয়নি কখনও বাদী বাড়িতে যায়নি বা তারা কখনও কোনও সমন বা নোটিশ দেয়নি বাদী এবং প্রক্রিয়া সার্ভার এবং ডাক পিওনের সাথে মিলিত হয়ে মৃত হরেকৃষ্ণ প্রতারণামূলকভাবে সমনটি দমন করেছিলেন এবং এক্সপার্ট ফরমান পেয়েছিলেন, তখন বিচারিক আদালত সেই বিতর্কের উপর কোনও সমস্যা তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি।

১৩। এখন বিবাহবিচ্ছেদের একটি একতরফা ডিক্রি বাতিল করা যেতে পারে

(i) সিভিল প্রসিডিউর কোডের আদেশ IX বিধি ১৩ এর অধীনে একটি আবেদন করা।

(ii) পর্যালোচনার জন্য আবেদন করা

(iii) কোডের ধারা 96(3) এর অধীনে একতরফা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করে।

(iv) জালিয়াতির ভিত্তিতে পৃথক স্বাধীন মামলা দায়ের করে।

১৪। আইনের এই প্রস্তাব নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই যে, আদেশের অধীনে আবেদন প্রত্যাখ্যানের পরেও জালিয়াতির ভিত্তিতে বর্ধিত ফরমান বাতিল করার জন্য একটি স্বাধীন মামলা বজায় রাখা যায়। [১০, বিধি ১৩। যখন কোনও মামলা জালিয়াতিমূলক সমন দমন করার ভিত্তিতে একটি ফরমান বাতিল করার জন্য মিথ্যা বলবে এবং যখন বাদী/আপিলকারী অভিযোগ সংশোধন করেছেন এবং একটি প্রার্থনা অন্তর্ভুক্ত করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে সমন দমন করার ক্ষেত্রে জালিয়াতি অনুশীলন করে বর্ধিত ফরমান প্রাপ্ত হয়েছিল, তখন বিচারিক আদালত একটি সমস্যা তৈরি করতে এবং বিবাহ সংক্রান্ত মামলা নং ১-এ সমন পরিষেবা প্রাপ্ত হয়েছিল কিনা তা বিচার করতে বাধ্য ছিল। বাদী/আপিলকারীর উপর ১৯৮৫ সালের ১৩ নং ধারা প্রতারণামূলক পরিষেবা ছিল কি না।

১৫। ১৯৮৫ সালের ১৩ নং বৈবাহিক মামলায় শিক্ষিত জেলা বিচারক পাস করেন ০৫.০৩.১৯৮৫-এ নিম্নলিখিত ক্রমঃ-

> *"আবেদনকারী হাজিরা দাখিল করেন, সাধারণ পদ্ধতিতে, প্রসেস সার্ভারের এজেন্সির মাধ্যমে জারি করা সমন, সংযুক্তি দ্বারা পরিবেশন করা হয় এবং নিবন্ধিত আবরণের অধীনে জারি করা ডাক পিওনের অনুমোদন অনুযায়ী গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে ফেরত দেওয়া হয়। কোনও উপস্থিতি করা হয়নি। দীর্ঘ শুনানির জন্য ২৫.০৪.১৯৮৫ তারিখ ঠিক করুন।"*

উপরোক্ত আদেশে, বিদ্বান জেলা বিচারক কোথাও পর্যবেক্ষণ করেননি যে তিনি সন্তুষ্ট যে আসামীর উপর সমন যথাযথভাবে জারি করা হয়েছে, তবে তিনি পরবর্তী শুনানির জন্য পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী পরবর্তী তারিখে, এক্সপার্ট ফরমান পাস করা হয়েছিল।

১৬। অভিযোগ এবং পিডব্লিউ-১-এর প্রমাণের ক্ষেত্রে বাদী স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তাঁর স্বামী হরেকৃষ্ণ ১৯৯৯ সালের নভেম্বরে মারা যান

এবং তিনি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ভরণপোষণ পেয়েছিলেন এবং তিনি আইনত বাদী নং ৩-এর কার্যালয় থেকে হরেকৃষ্ণের সমস্ত মৃত্যুর সুবিধা পাওয়ার অধিকারী, যিনি কেবলমাত্র হরেকৃষ্ণের উত্তরাধিকারী। তিনি আরও বলেছিলেন যে তিনি ১৯৮৫-এর ১৩ নম্বর বৈবাহিক মামলার কোনও নোটিশ পাননি এবং কোনও প্রসেস সার্ভার ১৯৮৫-এর ১৩ নম্বর ম্যাট স্যুটের নোটিশ/সমন দেওয়ার জন্য তাঁর বাড়িতে পৌঁছাননি। তিনি আরও অস্বীকার করেছিলেন যে কোনও ডাক পিওন তাঁকে ১৯৮৫-এর ১৩ নম্বর ম্যাট স্যুটের কোনও নোটিশ দিয়েছিলেন। ক্রস পরীক্ষায় তিনি অস্বীকার করেছিলেন যে তিনি ডাকযোগে বা আদালতের খলিফা দ্বারা পাঠানো সমন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন প্রতিবাদী নং ১ যেহেতু ডি. ডব্লিউ-১ অস্বীকার করেছে যে, ১৯৮৫ সালের ১৩ নং ম্যাট মামলার নোটিশ আপিলকারীকে কোনওভাবেই প্রদান করা হয়নি অথবা বাদী/আপিলকারী ১৯৮৫ সালের ১৩ নং বৈবাহিক মামলা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কখনও অবগত ছিলেন না। তদনুসারে পক্ষগুলির প্রমাণ থেকে এটি অবিসংবাদিত যে, আদালতের সামনে একটি গুরুতর বিষয় উত্থাপিত হয়েছিল যে, ১৯৮৫ সালের ১৩ নং ম্যাট মামলায় সমন জারি করা প্রতারণামূলক পরিষেবা ছিল কি না, কিন্তু বিচারিক আদালত কোনও সমস্যা তৈরি করেনি বা তার রায়ে এই জাতীয় বিষয় নিয়ে কাজ করেনি এবং বিপরীতভাবে তিনি এই ভিত্তিতে মামলাটি খারিজ করে দিয়েছিলেন যে নির্দিষ্ট ত্রাণ আইনের ৪১ (জ) ধারার অধীনে তার কোনও ক্ষমতা নেই, কারণ আপিলকারী/বাদী অন্য কোনও ফোরামের সামনে সমান কার্যকর ত্রাণ পেয়েছেন।

১৭। উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, এখানে আপিলকারী ১৯৮৫ সালের ১৩ নং উক্ত বৈবাহিক মামলায় পাস হওয়া ফরমান টি বাতিল করার জন্য দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ IX বিধি ১৩-এর অধীনে একটি আবেদনও দায়ের করেছিলেন, যা আবার খারিজ করা হয়েছিল। তদনুসারে বিবাদীদের যুক্তি যে ম্যাট মামলার সমন এখানে আপিলকারীর উপর প্রয়োগ করা হয়নি, ইতিমধ্যে দ্বারা মোকাবিলা করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নীচের আদালত এবং এইভাবে, আদেশ IX নিয়ম ১৩ এর অধীনে আপিলকারী/বাদীর আবেদন খারিজের মাধ্যমে উক্ত বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং আপিলকারীর দ্বিতীয় আপিলের ক্ষেত্রে এটি পুনরায় খোলার কোনও সুযোগ নেই।

১৮। আমি আদেশের অধীনে উল্লিখিত বিবিধ মামলার নিষ্পত্তি করার সময় প্রদত্ত আদেশটি পড়েছি। [সংশ্লিষ্ট জেলাবিচারপতি কর্তৃক ৯ম বিধি ১৩। প্রকৃতপক্ষে আমি বলেছি জে. বিবিধ মামলা নং ১৬৮-এর ২০০৩ সালের ৯ম বিধি ১৩-এর অধীনে সাথে সীমাবদ্ধতা আইনের ৫ ধারার অধীনে একটি আবেদন দায়ের করা হয়েছিল যাতে আদেশ ৯ম বিধি ১৩-এর অধীনে আবেদন দায়ের করতে বিলম্বের ক্ষমা চাওয়া হয়েছিল। উক্ত বিবিধ মামলার নিষ্পত্তি করার সময় সংশ্লিষ্ট বিচার বিচারক আদেশ [১০ম বিধি ১৩-এর অধীনে আবেদন দায়ের করতে বিলম্বকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং সেই কারণে আদেশ ৯ম বিধি ১৩-এর অধীনে আবেদনে নেওয়া ভিত্তি, বাদী/আপিলকারীকে আদালতে উপস্থিত হতে বাধা দিয়েছে যখন বিবাহ সংক্রান্ত মামলা নং। ১৯৮৫ সালের ১৩ তারিখ শুনানির জন্য আহ্বান করা হয়েছিল, যোগ্যতার ভিত্তিতে রায় দেওয়া হয়নি এবং আবেদনকারীর অভিযোগ যে আবেদনকারীর উপর উক্ত মামলাটি তলব করার পরিষেবাটি একটি প্রতারণামূলক পরিষেবা ছিল, এখনও সিদ্ধান্তহীন রয়ে গেছে।

১৯. এটিও উল্লেখ করার যোগ্য যে প্রথম আপিল আদালত আবেদনকারীর জমা দেওয়া সত্ত্বেও যে সমন পাঠানোর বিষয়ে বিচারিক আদালত দ্বারা একটি সমস্যা তৈরি করা উচিত ছিল, বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেনি যদিও তিনি রায়ে উল্লেখ করেছেন যে "আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী আদালতে জমা দিয়েছেন যে মৃত হরেকৃষ্ণ তার কর্মচারী এবং ভাইয়ের সহযোগিতায় আপিলকারীর উপর জালিয়াতি করেছিলেন" তবে প্রথম আপিল আদালত **এআইআর ১৯৮৭ বম ৮৭**-এ রিপোর্ট করা একটি সিদ্ধান্তের উল্লেখ করে পর্যবেক্ষণ করেছে যে জালিয়াতি বা সংঘর্ষের ভিত্তিতে বর্ধিত ফরমান বাতিল করার জন্য ২০০০ সালের ও এস ৬-এর মতো স্বাধীন মামলা রক্ষণযোগ্য। আদেশের অধীনে আবেদন [IX নিয়ম ১৩, কিন্তু বাদী/আপিলকারীকে জালিয়াতি বা সংঘর্ষের মতো অভিযোগ প্রমাণ করতে হবে এবং কেবল চিৎকার করে জালিয়াতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। পরিস্থিতিগত প্রমাণ বা দৃঢ় প্রমাণ দ্বারা জালিয়াতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

২০. প্রথম আপিল আদালতের এই ধরনের পর্যবেক্ষণ ভিত্তিহীন কারণ সুনির্দিষ্ট আবেদন সত্ত্বেও, বিচারিক আদালত দ্বারা এমন কোনও বিষয় তৈরি করা হয়নি এবং সাক্ষ্য উপস্থাপনের প্রশ্ন বা সমন জারি করা প্রতারণামূলক ছিল বলে যুক্তি পেশ করা যায়নি। প্রথম আপিল আদালত বিষয়টির সেই দিকটিতে না গিয়ে এবং বাদী/আপিলকারীর উপর জালিয়াতি করা হয়েছিল কিনা, সেই বিষয়ে বিচারের জন্য বিচারিক আদালতের সামনে মামলাটি প্রেরণ না করে বিচারিক আদালতের রায়কে নিশ্চিত করেছে। প্রথম আপিল আদালতের এই ধরনের পর্যবেক্ষণ, আমার মতে, বিচার বিভাগীয় মনের প্রয়োগ না করার একটি ফলাফল কারণ সেই বিষয়টি ২০০২ সালের ও. এস ৬ মামলার প্রধান বিষয় ছিল।

২১. যখন সংবিধি সমন জারির জালিয়াতির ভিত্তিতে একটি পৃথক এবং স্বাধীন মামলা দায়ের করে একটি এক্সপার্ট ফরমান চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা দিয়েছে, তখন নীচের উভয় আদালতই উক্ত বিষয়টিকে উপেক্ষা করার এবং কিছু অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনার ভিত্তিতে মামলা নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে মোটেও ন্যায়সঙ্গত ছিল না।

২২। এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালের ৬ নং মামলার রায় ও ফরমান এবং ২০০২ সালের ১০০ নং মামলার রায় ও ফরমান অতিরিক্ত জেলাবিচারপতি , মেদিনীপুর আদালতের ৩ শতাংশ বিচারক দ্বারা বাতিল করা হয়েছে। বর্তমান মামলাটি বিচারের জন্য রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। সীমিত উদ্দেশ্যে বিচারের জন্য আদালত অর্থাৎ নিম্নলিখিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যঃ-

"এখানে বাদী/আপিলকারীর উপর ১৯৮৫ সালের ১৩ নং বৈবাহিক মামলার সমন পাঠানো জালিয়াতিমূলক সমন ছিল কি না"

২৩। এখানে বা পূর্ববর্তী রায়গুলির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে উভয় পক্ষকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দেওয়ার পরে এবং আদেশ প্রেরণের তারিখ থেকে বারো সপ্তাহের মধ্যে নতুন করে একটি রায় লেখার পরে এই জাতীয় বিষয়টির বিচার করা হবে।

২৪। ২০০৪ সালের এস এ টি ৪৩৩ সেই অনুযায়ী অনুমোদিত এবং নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

২৫। খরচ সম্পর্কে কোন আদেশ থাকবে না।

২৬. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি এর জন্য আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার উপর পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপতি অজয় কুমার মুখার্জী,)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly